

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ভ্যাট আপীল নং ১২৬/২০২৩

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

----আপীলকারী

-বনাম-

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, বেঞ্জ-০২ ও
অন্যান্য

---- প্রতিবাদীগণ

এ্যাডভোকেট মো. জাহিদুল মুরাদ তুহিন

-----আপীলকারী পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল
সংগে

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শোয়েব মাহমুদ, সহকারী এটর্নী
জেনারেল

এ্যাডভোকেট মোঃ ওবায়দুর রহমান তারেক, সহকারী এটর্নী
জেনারেল

এ্যাডভোকেট মোঃ আবুল হাসান, সহকারী এটর্নী জেনারেল

..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখঃ ১০.১১.২০২৪ এবং রায় প্রদানের

তারিখঃ ৩০.০১.২০২৫।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মো. জাহিদুল মুরাদ তুহিন বিস্তারিতভাবে
যুক্তিতর্ক উপস্থান করেন।

অপরদিকে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম
প্রতিবাদীগণ পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থান করেন।

অত্র ভ্যাট আপীল দরখাস্ত এবং নথী বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো।
আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এর যুক্তি তর্ক
শ্রবণ করলাম। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল
এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কাস্টমস এক্সাউজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, রাজস্ব ভবন (১১ তলা), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক আপীল নম্বর: ভ্যাট নং ৮৮/২০২২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০২৩ তারিখের আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুসক), ঢাকা কর্তৃক ১৯/১২/২০২১ তারিখে প্রদত্ত নথি নং - ০৮.০১.০০০০.০০৬.০১.০২৬.১৯/২৯৪৮ মূলে জারীকৃত কর নির্ধারণী আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী ব্যাক ব্যাংক লিমিটেড অত্র আপিল মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর বিধানমতে সকল নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩) ঘোষণা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/১৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৯ করমেয়াদে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩) ঘোষণা ব্যতিরেকে ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়াত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন) টাকা রেয়াত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কার্যক্রম আইনানুগ না হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ (১) অনুযায়ী গত ০৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠানের শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনাব এমবিএম লুৎফুল হাদী (এফসিএ এলএলএম), জনাব অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস, (প্রতিনিধি) ও মনিরুজ্জামান (ম্যানেজার, ট্যাক্সেশন) এবং বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মুসক এর অতিরিক্ত কমিশনার জনাব মোহাম্মদ শফি উদ্দিন ও উপ-কমিশনার ও জনাব মোঃ শাকিল খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিগণ তাদের ০২/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে দাখিলকৃত লিখিত জবাবের পুনরাবৃত্তি করেন। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, কর্মকর্তাগণ জানান যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর আওতায় পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা ফরম ৪.৩ দাখিল বাধ্যতামূলক। একই

আইনের ধারা ৪৬(১) অনুসারে “উপকরণ-উৎপাদ সহগ এ ঘোষণা নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াতযোগ্য নয়।” অতএব, উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা ব্যতিরেকে ব্রাক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জুলাই/২০১৯, আগস্ট/২০১৯ ও সেপ্টেম্বর/২০১৯ করমেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করায় তা বাতিলযোগ্য। তারা আরও জানান যে, একই কারণে সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যেমন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক) এর রেয়াত বাতিলের লক্ষ্য কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করা হলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত করের সমপরিমাণ মুসক ট্রেজারি চালান ও দাখিলপত্রে প্রদর্শনের মাধ্যমে জমা নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং উপকরণ উৎপাদ সহগ (Input Output Coefficient) ঘোষণা ব্যতিরেকে ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ৭৪,৪৩,১৫১,০০ (চুয়ত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একাল্ল টাকার রেয়াত গ্রহণ আইন বহির্ভূত হওয়ায় তা বাতিলযোগ্য। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিগণকে বিধি-বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে পাওনা মুসক জমা প্রদানের সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জনাব এ বি এম লুৎফুল হাদী জানান যে, যেহেতু ব্যাংকিং সেক্টরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে উপকরণ-উৎপাদ সহগ গৃহীত রেয়াতের দাবিকৃত পাওনা পরিশোধ করেছে, তাই তিনি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি Positively বিবেচনার জন্য বলবেন এবং ১০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাদের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বিভাগীয় কর্মকর্তাকে জানাবেন মর্মে বলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) (ড) অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিলকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর অধীনে প্রণীত উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক ৪.৩) ফরম এ পণ্য/সেবার উভয় বিধ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা নির্বিশেষে উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করা বাধ্যতামূলক। বিদ্যমান আইনে সেবার ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকায় এটি সুস্পষ্ট যে, পণ্য/সেবা উভয় ধরনের উৎপাদন বা সরবরাহের ক্ষেত্রেই উপকরণ-উৎপাদ সহগ

দাখিল করতে হবে। ইতোমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে একই বিষয়ে সৃষ্ট পাওনা রাজস্ব সরকারী কোষাগারে পরিশোধ করেছেন। বর্ণিতাবস্থায়, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/১৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৯ করমেয়াদে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) ঘোষণা ব্যতিরেকে ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়ান্ডর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসম্মত না হওয়ায় গৃহীত রেয়াতের সমপরিমান রাজস্ব আদায়যোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/১৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৯ করমেয়াদে উপকরণ-উৎপাদ সহ ঘোষণা ব্যতিরেকে দাখিলপত্রে (ফরম মূসক-৯.১) আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে মূসক বাবদ ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়ান্ডর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন) টাকা কর নির্ধারণ করে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপিলকারী পক্ষ অত্র ট্রাইব্যুনালে এই আপিলটি আনয়ন করেন।

বিচার্য বিষয়

- (১) কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি আইন ও বিধি সংগত হয়েছে কিনা?
- (২) আপীলকারীপক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনা

বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় একত্রে আলোচনায় নেয়া হলো। শুনানীকালে উভয়পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্য শোনা হয়। নথিতে দাখিলকৃত উভয় পক্ষের কাগজপত্র ও কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ পর্যালোচনা করা হয়।

আপিলকারীপক্ষের বক্তব্য

শুনানীকালে আপিলকারীপক্ষ উপস্থিত এবং আপিল আবেদনে এরূপ উল্লেখ করেন যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, এর ধারা ৩২ (৫), ৪৬(১) (ড) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬-এর বিধি-২১-এ

উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিলের উল্লেখ থাকলেও আইন ও বিধির কোথাও সেবা সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে উক্ত সহগ দাখিলের কথা বলা হয়নি। বিধি বহির্ভূত উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) ঘোষণার ব্যর্থতার দায় আপীলকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আইনানুগভাবে গ্রহীত রেয়াত বাতিল করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী, নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে ফরম মূসক-৪.৩ এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, সেবা প্রদানকারীর কোন উল্লেখ এক্ষেত্রে নেই। আলোচ্য বিরোধীয় সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মূসক ফরম-৪.৩ এ পণ্যের সাথে সেবার বিষয় উল্লেখ থাকলেও এক্ষেত্রে, সেবা বলতে বুঝানো হয়েছে সে সকল পণ্য যেগুলো মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬, এসআরও এবং সাধারণ আদেশে সেবা বলে আখ্যায়িত বা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেমন, সিম কার্ড সরবরাহকারী (সেবার কোড S০১২.২০), আসবাবপত্র (সেবার কোড S০২৪.০০), তৈরি পোশাক বিপনন (সেবার কোড S০৭৮.০০), অনলাইনে পণ্য বিক্রয় (সেবার কোড S০৯৯.৬০) ইত্যাদি। মূসক-৪.৩ এর ফরমে পণ্য/সেবা শব্দটি উল্লেখ থাকায় মাঠ পর্যায়ে ভ্যাট অফিস থেকে সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল করতে বলা হয়। এতদসংক্রান্ত অস্পষ্টতা এবং অপব্যখ্যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নজরে আসলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এসআরও নং ১৭৭-আইন/২০২০/১০০-মূসক, তারিখ ১৪ মে, ২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মূসক ৪.৩ হতে সেবা শব্দটি বাদ দিয়ে নতুন মূসক-৪.৩ ফরম জারি করে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, এর ধারা ১০৭ (২) (ঙ) তে উপকরণ-উৎপাদ সহগ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত যে বিধান বিধৃত আছে সেখানে শুধুমাত্র পণ্যের বিষয়টি উল্লেখ আছে। সেবার ক্ষেত্রে মূসক ৪.৩ প্রযোজ্য হলে তা এখানেও উল্লেখ থাকতো। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ বিধিমালা, ২০১৯, সংশ্লিষ্ট এসআরও নং-২৬৩/আইন/২০১৯/৭৯-মূসক, তারিখ: ১৮ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ এর বিধি ৪ (২) তে কর পরিশোধ পদ্ধতি সংক্রান্ত যে বিধান বিধৃত আছে সেখানেও পণ্য সরবরাহের পূর্বে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) ঘোষণার

বিষয়টি উল্লেখ আছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের বিধান সেবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, উক্ত বিধিমালায় ফরম মূসক ৪.৩ এর প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে পণ্যের বিষয় উল্লেখ করার অর্থ হলো তা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। *Principal legislation* ফরমের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় না; বিধি বা আদেশের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। বিধি এবং ফরম এক নয়। বিধি এবং ফরমের মধ্যে কোন বৈপরীত্য দেখা গেলে বিধিই প্রাধান্য পাবে। ফরম মূসক ৪.৩ বিধি ২১-এর বিধানকে Supersede করতে পারে না। বর্তমান আইনের বিধির যে বিধান তাতে Legislative intention হলো সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করতে হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বিষয়টির উপরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যাখ্যাপত্র নং ০৮/মূসক/২০২০, ১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ জারির মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্টায়ন করেছে। এলটিইউ মূসক কর্তৃপক্ষ তাদের বেআইনী অভিযোগ প্রতিষ্ঠার বেরোয়া প্রয়াসে শুধুমাত্র ‘পণ্য সরবরাহ’ ক্ষেত্রের বিধান অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতার সাথে আমাদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রয়োগ করে একটি ধূম্রজাল সৃষ্টির পায়তারা করেছেন, যা আইনের দৃষ্টিতে অচল ও বাতিলযোগ্য।

সেবা প্রদানকারীর সেবা প্রদানের পদ্ধতি পণ্য উৎপাদনকারীর কর্ম পদ্ধতির চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির হওয়ায় মূসক আইন, ১৯৯১ এর বিধি-বিধান দীর্ঘকাল বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল্য ঘোষণার আওতার বাহিরে রাখা হয়েছিল। বিদ্যমান অবস্থায় এলটিইউ-মূসক কর্তৃপক্ষের বেআইনী দাবি নাকচপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হয়রানীমূলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য ভ্যাট কর্তৃপক্ষের প্রতি আদেশ প্রদানে আমরা মাননীয় আদালতের নিকট ন্যায়বিচারের প্রার্থী। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২- এর ৭৩ (১) ধারায় বিধৃত বিধান লংঘন করে কর নির্ধারণ করা হয়েছে বিধায় তর্কিত কর নির্ধারণী নোটিশটি বাতিলযোগ্য। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত Legal Grounds এর আলোকে Impugned আদেশটি বাতিল করে আপীলকারী প্রতিষ্ঠানকে ক্রমবর্ধমান ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। কর নির্ধারণী নোটিশে অনুচ্ছেদ নং ৪-এ উল্লেখিত দাবী পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্য যথাযথ নয়। আমরা আইনের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল। মূসক আইন, ২০১২-এর ধারা

১২২ (২) এর বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত সমন্বয়যোগ্য মূসক টাকা ৭৪,৪৩,১৫১/- এর ২০ শতাংশ অর্থ টাকা ১৪,৮৮,৬৩১/- ট্রেজারী চালান নং T-9694 তারিখ ২৭.০২.২০২২ খ্রিঃ-এর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। এ আপীল আবেদন ছাড়াও আমাদের আরো বক্তব্য আছে যা শুনানীর সময় আপীলাত কর্তৃপক্ষের সমীপে পেশ করা হবে। এতবিষয়ে আপীলকারী নিজে অথবা মনোনীত কোন কৌশলী অথবা অনুমোদিত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য সর্বিনয় অনুরোধ করছি।

রেসপনডেন্ট পক্ষের বক্তব্য

অপরদিকে, রেসপনডেন্টপক্ষ উপস্থিত হয়ে এরূপ উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারী পুনরায় তার আইন বহির্ভূত যুক্তির মাধ্যমে তার অবৈধ গৃহীত রেয়াতকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করেছেন যার কোন আইনী ভিত্তি নেই। এছাড়াও এ অনুচ্ছেদ সমূহের জবাব অনুচ্ছেদ ০৯ এ বর্ণিত হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে রেসপনডেন্ট দপ্তরের আর কোন বক্তব্য নেই। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১০৭ (২) (ঙ) এবং কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ বিধিমালা, ২০১৯, সংশ্লিষ্ট এসআরও নং ২৬৩/আইন/২০১৯/৭৯-মূসক, তারিখ-১৮ আগস্ট ২০১৯ এর পণ্যের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও কেবলমাত্র এই কারণে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২ (৫) এর প্রয়োগ রহিত হয়নি। কারণ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২ (৫) অনুযায়ী সকল নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তির জন্যই উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। আপিলকারী পুনরায় মূসক ৪.৩ কে বিধি বহির্ভূত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা সঠিক নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিধি ও ফরমের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখা যায়নি। বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র ০৮/মূসক/২০২০, ১৪ অক্টোবর ২০২০ জারীর মাধ্যমে মূলত, এসআরও নং ১৭৭-আইন/২০২০/১০০, তারিখ ১৪ মে ২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মূসক ৪.৩ হতে সেবা শব্দটি বাদ দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এই এস,আর,ও এবং ব্যাখ্যাপত্র জারীর মাধ্যমে এর ভূতাপেক্ষ কার্যকারীতে সৃষ্টি হয়েছে এবং আপিলকারী প্রতিষ্ঠান উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল না করার

কারণে উক্ত রেয়াত গ্রহণ বৈধ হয়েছে। সুতরাং আবেদনকারীর এ বক্তব্য আইনানুগ নয় এবং বাতিলযোগ্য। আপিলকারী কর্তৃক বিধৃত এ অনুচ্ছেদসমূহের ভিন্ন কোনো মেরিট নেই বরং উপরিউক্ত অনুচ্ছেদসমূহের পুনরাবৃত্তি। উক্ত অনুচ্ছেদসমূহের জবাব ইতোমধ্যেই প্রদত্ত হওয়ায় রেসপনডেন্ট কর্তৃক আর কোন মন্তব্য নেই। আপিলকারী পুনরায় তর্কিত আদেশ রদরহিতের দাবী করেছেন। তার এ দাবীর কোন আইনগত ভিত্তি নাই যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি রেসপনডেন্ট কর্তৃক আদেশ জারীকালে কোন বিধিবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা বা এতে ন্যায় বিচারের পরিপন্থি কোন উপাদান আছে কিনা তা উল্লেখ করতে পারেনি। এতে সম্পূর্ণ দাবী যে সঠিক ও আইনানুগ তা প্রমাণিত হয়েছে। রেসপনডেন্ট কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ (২) অনুসারে আলোচ্য কর নির্ধারনী আদেশ প্রদান করেছেন। আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, আপিলকারী তার বক্তব্য ও ব্যাখ্যায় রেসপনডেন্ট এর বিধিসম্মত আদেশ জারীকালে ন্যায় বিচারের পরিপন্থি কোন আইন বা বিধির উল্লেখ করতে পারেননি বা প্রতিষ্ঠিতও হয়নি। সুতরাং যথাযথ রাজস্ব আহরণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আপিল আবেদনটি খারিজ করার জন্য আবেদন জানানো হলো।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র, শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় নিয়ে এবং নথিতে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর বিধানমতে সকল নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩) ঘোষণা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/১৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৯ করমেয়াদে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩) ঘোষণা ব্যতিরেকে ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়াত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান) টাকা রেয়াত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কার্যক্রম আইনানুগ না হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ (১) অনুযায়ী গত ০৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আপনার

প্রতিষ্ঠানের শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনাব এমবিএম লুৎফুল হাদী (এফসিএ এলএলএম), জনাব অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস, (প্রতিনিধি) ও মনিরুজ্জামান (ম্যানেজার, ট্যাক্সেশন) এবং বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূসক এর অতিরিক্ত কমিশনার জনাব মোহাম্মদ শফি উদ্দিন ও উপ-কমিশনার ও জনাব মোঃ শাকিল খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিগণ তাদের ০২/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে দাখিলকৃত লিখিত জবাবের পুনরাবৃত্তি করেন। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, কর্মকর্তাগণ জানান যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর আওতায় পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা ফরম ৪.৩ দাখিল বাধ্যতামূলক। একই আইনের ধারা ৪৬ (১) অনুসারে “উপকরণ-উৎপাদ সহগ এ ঘোষণা নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াতযোগ্য নয়।” অতএব, উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা ব্যতিরেকে ব্রাক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জুলাই/২০১৯, আগস্ট/২০১৯ ও সেপ্টেম্বর/২০১৯ করমেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করায় তা বাতিলযোগ্য। তারা আরও জানান যে, একই কারণে সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যেমন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক) এর রেয়াত বাতিলের লক্ষ্য কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করা হলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত করের সমপরিমাণ মূসক ট্রেজারী চালান ও দাখিলপত্রে প্রদর্শনের মাধ্যমে জমা নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং উপকরণ উৎপাদ সহগ (Input Output Coefficient) ঘোষণা ব্যতিরেকে ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়ত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন টাকার রেয়াত গ্রহণ আইন বহির্ভূত হওয়ায় তা বাতিলযোগ্য। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিগণকে বিধি-বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে পাওনা মূসক জমা প্রদানের সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জনাব এ বি এম লুৎফুল হাদী জানান যে, যেহেতু ব্যাংকিং সেক্টরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে উপকরণ-উৎপাদ সহগ গৃহীত রেয়াতের দাবিকৃত পাওনা পরিশোধ করেছে, তাই তিনি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি Positively বিবেচনার

জন্য বলবেন এবং ১০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাদের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বিভাগীয় কর্মকর্তাকে জানাবেন মর্মে বলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যবধি কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) (ড) অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিলকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর অধীনে প্রণীত উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক ৪.৩) ফরম এ পণ্য/সেবার উভয় বিধ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা নির্বিশেষে উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করা বাধ্যতামূলক। বিদ্যমান আইনে সেবার ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকায় এটি সুস্পষ্ট যে, পণ্য/সেবা উভয় ধরনের উৎপাদন বা সরবরাহের ক্ষেত্রেই উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিল করতে হবে। ইতোমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে একই বিষয়ে সৃষ্ট পাওনা রাজস্ব সরকারী কোষাগারে পরিশোধ করেছেন। বর্ণিতাবস্থায়, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/১৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৯ করমেয়াদে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩) ঘোষণা ব্যতিরেকে ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়াত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসম্মত না হওয়ায় গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ রাজস্ব আদায়যোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/১৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৯ করমেয়াদে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা ব্যতিরেকে দাখিলপত্রে (ফরম মুসক-৯.১) আইন ও বিধি বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে মুসক বাবদ ৭৪,৪৩,১৫১.০০ (চুয়াত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন) টাকা কর নির্ধারণ করে আদেশ প্রদান করেন। যার ফলে আলোচ্য আপীলের উদ্ভব।

ট্রাইব্যুনাল নথি পর্যালোচনায় দেখতে পায় যে, আপিলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাসে মোট ৭৪,৪৩,১৫১/-টাকা রেয়াত গ্রহণ করা হয় যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (অতঃপর মুসক আইন, ২০১২ বলে উল্লেখিত) মোতাবেক যথাযথ হয়নি। অর্থাৎ মুসক আইন ২০১২ অনুযায়ী আপিলকারী প্রতিষ্ঠানকে রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই

উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) দাখিল করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ (৫) নিম্নরূপঃ “নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) দাখিল করতে হবে”। একই সাথে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ (ড) নিম্নরূপঃ “উপকরণ-উৎপাদ সহ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর” অর্থাৎ উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। প্রসঙ্গত, আপিলকারী প্রতিষ্ঠান একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কিন্তু উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা ব্যতিত আলোচ্য তিন মাসে মোট ৭৪,৪৩,১৫১/- টাকা রেয়াত গ্রহণ করেছেন বিধায় রেসপনডেন্ট দপ্তর কর্তৃক যৌক্তিক ও আইনানুগভাবে উক্ত গৃহীত রেয়াত বাতিলপূর্বক কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করেন।

ট্রাইব্যুনাল নথি পর্যালোচনায় আরো দেখতে পায় যে, মূসক আইনের ধারা ও বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলপত্র দাখিল করা হয়েছে বটে তবে প্রাথমিক পরীক্ষা বলতে মূসক আইন ও বিধিতে কোন Term নেই। মূসক ব্যবস্থা একটি স্ব-নির্ধারণী (Self-assessment) কর ব্যবস্থা। অর্থাৎ ব্যক্তি কর্তৃক নিজে tax assessment বা কর নিরূপণ করবেন (মূসক আইনের ধারা ২ (২৭) এবং যথোপযুক্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত নিরূপিত কর যাচাই বাছাই করে করের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় যাকে কর নির্ধারণ (tax determination) বলা হয় (মূসক আইনের ধারা ২ (২৮)। অতএব, এ অনুচ্ছেদ ‘প্রাথমিক পরীক্ষায় সবকিছু সঠিক পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তা গ্রহণ করেছেন’ মর্মে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়। বরং যাচাই বাছাই করে আপিলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত দাখিলপত্রের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াত যথাযথ পাওয়া যায়নি যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অবৈধভাবে গৃহীত ৭৪,৪৩,১৫১/- টাকার রেয়াত আদায়ের জন্য কর নির্ধারণ করা হয় এবং মূসক আইন ধারা ৭৩(২) মোতাবেক কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করা হয় যা যথাযথ ও সঠিক বলে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করেন।

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুসক) ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত তর্কিত দাবিনামা আদেশ যথাযথ সঠিক বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। সে কারণে আলোচ্য আপিলটি খারিজযোগ্য। এমতাবস্থায়, আলোচ্য আপিলের বিচার্য বিষয়দ্বয় আপিলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

এ আপিলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে গুনানীর মাধ্যমে নামঞ্জুর করা হলো। কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুসক), ঢাকা কর্তৃক ১৯/১২/২০২১ তারিখে প্রদত্ত নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০০৬.০১.০২৬.১৯/২৯৪৮ মূলে জারিকৃত কর নির্ধারণী আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জারি করা হোক।

আমাদের কথামত লিখিত ও সংশোধিত।

স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট
মোঃ সোহেল আহমেদ
সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)

স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট
ড. মোঃ মতিউর রহমান
সদস্য (কমিশনার)

রাশিয়ান-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াসসিলি (Professor Wassily W.Leontief) ১৯৭৩ সালে Economic Sciences এ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। অর্থনীতিতে তার মূল অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো (১) Input-Output Model (Leontief developed the input-output model, a mathematical framework used to analyze the relationships between different sectors of an economy. This model demonstrates how the output of one industry serves as an input to another, thus helping to understand the interdependencies between industries. It is widely used in economics to examine the impact of changes in one sector on the broader economy.)(ChatGPT এর সহায়তায় প্রাপ্ত), (২) Leontief Paradox এবং (৩) Work on Economic Planning।

Professor Wassily W.Leontief এর উপরিউল্লিখিত Input-Output-Coefficient) মডেলটি শিল্প-কারখানাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক

নির্ভরশীলতার বিষয়ে বিস্তারিত এবং সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করে বিধায় সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে এটি বহুলভাবে সকলে ব্যবহার করছে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন)
এর ধারা ৩২ এবং ৪৬ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

চতুর্থ অধ্যায়

মূসক আদায় পদ্ধতি

খন্ড ‘খ’ সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে

করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ

¹[৩২। (১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করযোগ্য কোন সরবরাহের পণ্য হইতে উক্ত পণ্যের কর-

ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে সরবরাহ মূল্য।

²[(২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের পণ্য হইবে সরবরাহের মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলে ন্যায্য বাজার মূল্য।]

(৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার সহযোগীর নিকট সরবরাহকৃত করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য, যদি—

(ক) উক্ত সরবরাহ পণ্যবিহীন হয় বা উহার পণ্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হয়; এবং

(খ) উক্ত সহযোগী এইরূপ সরবরাহের নিমিত্ত উদ্ভূত সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হন।

(৪) অন্যবিধভাবে নির্ধারিত না থাকিলে পণ্যবিহীন করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য।

ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য।

³[(৫) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) দাখিল করিতে হইবে।]

পঞ্চম অধ্যায়

করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপন ও পরিশোধ

উপকরণ কর রেয়াত

¹[৪৬। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:-

²[(ক) একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী বা সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যতীত যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের সমুদয় পণ্য ব্যাংকিং মাধ্যম বা মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিশোধ করা হয়;]

³[(খ) যদি আমদানিকৃত সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলপত্রে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রদেয় উৎপাদ কর ধারা ২০ অনুসারে পৃথকভাবে প্রদর্শন না করা হয়;]

(গ) যেই কর মেয়াদে চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় বা সংগ্রহ করা হয় সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী ⁴[চারটি কর মেয়াদের] মধ্যে যদি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ না করে;

⁵[(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্যের অধিকারে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;”]

(ঙ) যদি কোন পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে ⁶[বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব পুস্তকে] অন্তর্ভুক্ত না করা হয়;

(চ) যদি কর চালানপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ না থাকে;

(ছ) আমদানিকারকের নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ না থাকিলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত ⁷[পণ্যের বর্ণনার আলোকে যথাযথ বাণিজ্যিক বর্ণনার মিল না থাকিলে];

(জ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ বা পণ্যের ক্ষেত্রে, যে কারণে উক্তরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হইলে, উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ কর ;

(ঝ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

(ঞ) টার্নওভার করের আওতায় পরিশোধিত টার্নওভার কর;

(ট) পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;

(ঠ) ⁸[রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের] নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ড) উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর ⁹ [;

(ঢ) মোট উপকরণ মূল্য ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নূতন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করিলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর ¹⁰ [;

(ণ) উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলো]]

(২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না, যদি—

(ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;

(খ) উক্ত অর্জন বা আমদানি চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়; তবে, বিনোদন প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হইলে এবং বিনোদনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;

(গ) উক্ত অর্জন ক্রীড়া বিষয়ক, সামাজিক বা বিনোদনমূলক ক্লাব, সংঘ বা সমিতিতে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বা প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত হয়;

¹¹ [(ঘ) উক্ত অর্জন পণ্য পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০ (আশি) শতাংশের অধিক হয়।]

(৩) নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্র পেশকালে উপকরণ কর রেয়াত দাবির সমর্থনে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দখলে রাখিতে হইবে, যথা:৳

(ক) আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা এবং ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry);

(খ) সরবরাহের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্র;

¹² [***]

(ঘ) ধারা ২০ এর উপ-ধারা ¹³ [(২)] এর ক্ষেত্রে কর পরিশোধের স্বপক্ষে ট্রেজারি চালান ¹⁴ [;];

(ঙ) গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ¹⁵ [; ব্যাংক, বীমা, বন্দর] ও টেলিফোন সেবার উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত বিল, যাহা চালানপত্র হিসাবে গণ্য হইবে ¹⁶ [;];

¹⁷ [(চ) গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের বিপরীতে ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, যাহা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, চালানপত্র হিসাবে গণ্য হইবে।]

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মূসক ফরম ৪.৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা (বিধি ২১ দ্রষ্টব্য)								মূসক-৪.৩			
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঠিকানা: বিন: দাখিলের তারিখ: ঘোষিত সহগ অনুযায়ী পণ্য/সেবার প্রথম সরবরাহের তারিখ:											
ক্রমিক সংখ্যা	পণ্যের এইচ.এস কোড/সেবা কোড	সরবরাহভ্য পণ্য/সেবার নাম ও বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নামসহ)	সরবরাহের একক	একক পণ্য/সেবা সরবরাহে ব্যবহার্য যাবতীয় উপকরণের/কাঁচামালের ও প্যাকিং সামগ্রীর বিবরণ, পরিমাণ ও ক্রয়মূল্য (উপকরণভিত্তিক অপচয়ের শতকরা হারসহ)					মূল্য সংযোজনের বিবরণ		মন্তব্য
				বিবরণ	অপচয়সহ পরিমাণ	ক্রয় মূল্য	অপচয়ের পরিমাণ	শতকরা হার	মূল্য সংযোজনের খাত	মূল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামঃ

পদবীঃ

স্বাক্ষরঃ

সীলঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

১। যেকোন পণ্য বা সেবা প্রথম সরবরাহের পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অনলাইনে মূসক কম্পিউটার সিস্টেমে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তরে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে।

২। পণ্য মূল্য বা মোট উপকরণ/কাঁচামালের মূল্য ৭.৫% এর বেশী পরিবর্তন হইলে নতুন ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে।

৩। উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে প্রামাণিক দলিল হিসাবে বিল অব এন্ট্রি বা চালানপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

ব্যখ্যাপত্র প্রদান করে আইন ও বিধি পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করা যায় না। আইন ও বিধির পরিপন্থিতাবে প্রনীত এবং প্রচারিত ব্যখ্যাপত্র যতখানি অসামঞ্জস্য ততখানি বাতিল। আইন ও বিধির বাইরে যেয়ে ব্যখ্যাপত্র প্রদান করা হলে সেটি দিয়ে কোন আইনগত অধিকার সৃষ্টি হয় না।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৩২(৫) অনুযায়ী সকল নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তির জন্যই উপকরণ-উৎপাদন সহগ (Input, Output Coefficient) ঘোষণা প্রদান বাধ্যতামূলক। অপরদিকে ধারা ৪৬(১) (ঙ) অনুযায়ী (Input, Output Coefficient)-এ ঘোষিত নেই এমন পন্যের ক্ষেত্রে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহন করতে পারবে না। দরখাস্তকারী আইন ও বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করেছেন প্রমাণিত।

উপকরণ-উৎপাদন সহগ (Input, Output Coefficient) ঘোষণা ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ৭৪, ৪৩, ১৫১.০০(চুয়াত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত একান্ন) টাকার রেয়াত বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেছেন।

ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিনিধি এবিএম লুৎফুল হাদী নিজেই কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল আদালতে স্বীকার করেছেন যে, ব্যাংকিং সেক্টরের সকল প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে গৃহীত রেয়াত রাষ্ট্রকে ফেরত প্রদান করেছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, আপীলকারী ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড অত্র আদালতে অপরিচ্ছন্ন হাতে এসেছে। অত্র ভ্যাট আপীলটি না মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ভ্যাট আপীলটি না মঞ্জুর করা হলো।

কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মুসক), ঢাকা কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৯.১২.২০২১ তারিখে প্রদত্ত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০০৬.০১.০২৬.১৯/২৯৪৮ মূলে জারীকৃত কর নির্ধারণী আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত অবহিত করা হোক।

(বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম)